জনসংযোগ কার্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস পালিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১২ জানুয়ারি ২০২০।

আজ ১২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ও মহাসমারোহে 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' পালিত হয়েছে। ২০০০ সাল থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ দিনটিকে 'বিশ্ববিদ্যালয় দিবস' হিসেবে পালন শুরু করে। ১৯৭০-১৯৭১ শিক্ষাবর্ষে ৪ জানুয়ারি অর্থনীতি, ভূগোল, গণিত ও পরিসংখ্যান-এই চারটি বিভাগে ভর্তিকৃত (প্রথম ব্যাচে) ১৫০জন ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হলেও ১৯৭১ সালের ১২ জানুয়ারি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম আহসান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ উদ্বোধন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন বিশিষ্ট রসায়নবিদ অধ্যাপক ড. মফিজ উদ্দিন আহমদ।

দিবসটি পালন উপলক্ষে ক্যাম্পাস সাজানো হয়েছে বর্ণিল সাজে। বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ চত্বরে সকাল দশটায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় দিবসের কর্মসূচি উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে উপাচার্য সবাইকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম বার্ষিকীর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। উপাচার্য বলেন, স্বাধীনতার সমান বয়সী এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৪৯ বছরে শিক্ষা ও গবেষণায় বহুমূখী সাফল্য অর্জনের অধিকারী হয়েছে। দেশ-বিদেশে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ মান সম্পন্ন গবেষণা এবং উচ্চপদে আসীন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের দেশ-জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগের আহবান জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর উপাচার্যের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য আনন্দ শোভাযাত্রা বের হয়ে সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. আমির হোসেন, প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মো. নূরুল আলম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকতা ও কর্মচারিগণ অংশগ্রহণ করেন।

আনন্দ শোভাযাত্রার পর সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চে শিক্ষার্থী কল্যাণ ও পরামর্শদান কেন্দ্রের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এরপর পর্যায়ক্রমে অধ্যাপক ড. হারুন অর রশীদ খানের পরিচালনায় বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্য প্রদর্শনী, ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, 'রঙ্গন মাইম একাডেমি' পরিবেশিত মূকাভিনয়: হৃদয়ে বাংলাদেশ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ এবং সবশেষে 'নকশীকাঁথা ব্যান্ডের' সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মো. আবদুস সালাম মিঞা
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)